দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৯।৬।৭৮ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

২৫

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী জাহেদুর রহিমের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী জাহেদুর রহিম গতকাল বিকেল পৌনে ছয়টায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বছর।

দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক জাহেদুর রহিম গত ১৫ই জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। গতকাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

মৃত্যুর পর মরহুমের মরদেহ তাঁর সেগুন বাগিচাস্থ বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে রাজধানীর বুদ্ধিজীবী মহল ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে আসে শোকের ছায়া। সন্ধ্যার পর রাজধানীর অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, গায়ক, শিল্পী, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ সেগুন বাগিচার বাসায় এসে মরহুমের স্মৃতির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আজ বাদ জোহর বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে মরহুম জাহেদুর রহিমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। অপরাহ্নে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হবে বনানী গোরস্তানে।

মরহুম জাহেদুর রহিম মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই ছেলে, বৃদ্ধা মা, এক ভাইসহ অগণিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ভক্ত অনুরক্ত, গুণমুগ্ধ ও ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন।

মরহুম জাহেদুর রহিম শুধু দেশের একজন জনপ্রিয় রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়কই ছিলেন না—তিনি এ দেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথেও

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দঃ)

ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

জড়িত ছিলেন ওতপ্রোতভাবে। ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মরহুম জাহেদুর রহিম। পরে ছায়ানটের সম্পাদকও ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন ছায়ানটের একজন শিক্ষক। এছাড়াও রাজধানীর বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। মরহুম জাহেদুর রহিম বাফায় সঙ্গীত শিক্ষার তালিম নিয়েছিলেন। এই দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মরহুম জাহেদুর রহিম 'বাবু ভাই' হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

তিনি দীর্ঘদিন যাবত রেডিও বাংলাদেশের স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন। ১৯৭৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি চাকরিচ্যুত হন। বাংলাদেশ টেলিভিশনেরও একজন নিয়মিত শিল্পী ছিলেন মরহুম জাহেদুর রহিম।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ যখন এই দেশে নিষিদ্ধ ছিল এবং ষাটের দশকের গণআন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেই জাহেদুর রহিম গাইতেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি ...।' তাঁর কণ্ঠেই আজকের জাতীয় সঙ্গীত সেই দিনগুলোতে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

১৯৭০ সালে এইচএমভি মরহুম জাহেদুর রহিমের কণ্ঠে গাওয়া 'যত তারা আজি আকাশে' শীর্ষক রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি রেকর্ড বের করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানী বের করেছে তাঁর রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি ডিস্ক।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গণের একটি প্রিয় ও পরিচিত নাম মরহুম জাহেদুর রহিম ১৯৩৫ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা জেলার শাহজাদপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়ি।

তিনি ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করেছেন। ১৯৭৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক মেলায়ও তিনি যোগদান করেন।